চূড়ান্ত প্রতিবেদন

দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ডাক

cgs

CIPE

চূড়ান্ত প্রতিবেদন

দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ডাক

Centre for Governance Studies

CIPE

চূড়ান্ত প্রতিবেদন
দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ডাক

© CIPE and CGS, 2022

মুখ্য গবেষক
আলী রীয়াজ
ডিস্টিংগুইসড অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

কর্মসূচী পরিচালক
সুবীর দাস
কর্মসূচী পরিচালক, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ

প্রকল্প পরামর্শদাতা
ডঃ মোহাম্মাদ সালেহ জহুর
অধ্যাপক, হিসাব ও অর্থায়ন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকল্প সমন্বয়ক
মোঃ আব্দুল্লাহ আল জাফরী
গবেষণা সহযোগী, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ

গবেষণা সহকারী

আপন জহির
গবেষণা সহযোগী, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ

মাহবুবুর রহমান
গবেষণা সহকারী, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ

দলের অন্যান্য সদস্য

নাজমুল হক
সঞ্জয় দেবনাথ
প্রদীপ কুমার শীল
বাহাউদ্দিন আহম্মেদ
আহসান আহমেদ
জয় বণিক
সাদিয়া আফরীন
দীপাঞ্জলী রায়
মাহমুদুর রহমান
সুমাইয়া জাহিদ
মোঃ আলিফ মিয়া
নাজিয়া আজরুমীর প্রীমা
ইফফাত বিনতে ইফতেখার
সাবিহা আক্তার সীমা
ফারজানা মৃদুলা
আরমান মিয়া
মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী
শ্রাবণী আক্তার
শুহরাত রানা রুশমী
মাকসুদা আক্তার তমা
রোমান উদ্দিন
দোলা দাস
স্যাঁইনশৈক্য
দেবী কর্মকার
সাদিয়া তাসনীম
শাহাদাৎ হোসাইন
আজমাইন জাহিন

Centre for Governance Studies

সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) বাংলাদেশ ভিত্তিক একটি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক যা শিক্ষিত সম্প্রদায়, সরকার, বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ এবং উন্নয়ন অংশীদারদের মধ্যে বাংলাদেশের শাসনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সিজিএস গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর আলোচনার পাশাপাশি গবেষণা এবং মিডিয়া স্টাডি পরিচালনা করে থাকে। সিজিএসের সহযোগীদের মধ্যে রয়েছে বহুজাতিক সংস্থা, কূটনৈতিক মিশন, সরকারী বিভাগ, বেসরকারী খাতের সংস্থা এবং সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ। সিজিএস বর্তমানে ন্যাশনাল এনডাউমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট, জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি, সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ, ফ্রেডরিখ-এবার্ট- স্টিফটুং এবং ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ ডেভেলপমেন্ট অফিসের সাথে কাজ করে যাচ্ছে এবং নিরপেক্ষ ও স্বাধীন গবেষণা এবং বিশ্লেষণের বিশ্বস্ত উৎস হিসাবে বেসরকারী খাত এবং মিডিয়ার সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছে।

CIPE

সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ (সিআইপিই) যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি এনজিও যা গণতন্ত্র, শাসনব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক শাসনকে শক্তিশালী করা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং অংশীদারীমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সুযোগ তৈরী জন্য বিশ্বব্যাপী প্রকল্প পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নে সিআইপিই এর প্রায় ৪০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। সিআইপিই যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল এনডাউমেন্ট ফর ডেমোক্রেসির একটি মূল প্রতিষ্ঠান যা অলাভজনকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের চেম্বার অফ কমার্সের সাথে যুক্ত এবং বর্তমানে ৮০ টিরও বেশি দেশে স্থানীয় অংশীদারদের সাথে ২০০ টিরও বেশি প্রকল্প এবং অনুদানে যুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশ এবং অন্যান্য জায়গায় সিআইপিই'র কাজ সম্পর্কে আরও জানতে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন cipe.org।

প্রধান সারসংক্ষেপ

সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস), ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজের (সিআইপিই) সহায়তায় ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে "বাংলাদেশ: দুর্নীতির বিরুদ্ধে বেসরকারী খাতকে একত্রিত করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসনের দাবীকে সমর্থন করা" শিরোনামে একটি প্রকল্প পরিচালনা করে।

প্রকল্পটিতে মূলত খানা ও এসএমই খাতে দুর্নীতির উপস্থিতি জানার মাধ্যমে দূর্নীতি মোকাবেলায় এই খাতের ভূমিকা, উদ্যোক্তাদের সম্মুখীন হওয়া দুর্নীতির প্রকৃতি, দুর্নীতি মোকাবেলায় সরকার ও বিভিন্ন বাণিজ্য সংস্থার গৃহীত পদক্ষেপ এবং দুর্নীতি মোকাবেলায় এ খাতের তৃণমূল উদ্যোক্তাদের পরামর্শের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়।

প্রকল্পটি বেশ কয়েকটি উপাদান নিয়ে গঠিত: মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারসহ এসএমই খাতের একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন; আঞ্চলিক পর্যায়ে দুর্নীতিসম্পর্কে উপলব্ধি এবং বিদ্যমান দুর্নীতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য খানা এবং এসএমইগুলোর দুটি স্বাধীন জরিপ; স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সাথে তাদের অভিজ্ঞতা এবং পরামর্শগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য আটটি আঞ্চলিক আলোচনাসভা; তৃণমূল উদ্যোক্তাদের উপলব্ধির ফলাফলগুলি যাচাই করার জন্য বিশেষজ্ঞ, সুশীল সমাজের সদস্য, ব্যাংকার, দুর্নীতি পর্যবেক্ষক, রাজনীতিবিদ এবং মিডিয়ার প্রতিনিধিত্বকারীদের নিয়ে একটি জাতীয় সম্মেলন; সারাদেশের উদ্যোক্তাদের একত্রিত করে দুটি নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট, দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়ে একটি জাতীয় সম্মেলন, এবং এসএমইগুলোর একটি নেটওয়ার্কিং ডাইরেক্টরি তৈরি এবং প্রচার।

এসব কার্যক্রমে নমুনা নির্বাচন, ডেটা সংগ্রহ এবং আউটপুট পরিমাপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার জন্য মানসম্মত গবেষণা পদ্ধতি এবং কৌশল অনুসরণ করতে হয়েছে। এই দীর্ঘ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, সামগ্রিক প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণকারীরা এসএমই খাতকে প্রভাবিত করে ও উদ্যোক্তাদের স্বার্থের ক্ষতি করে, এরকম দুর্নীতি মোকাবেলায় এসএমইগুলোর জন্য একটি জাতীয় স্তরের প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন।

দুর্নীতি ও এসএমইর অবস্থা মূল্যায়ন, অংশগ্রহণকারীদের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা, অংশীদারদের মতামত এবং বিশেষজ্ঞদের মত পুনর্ব্যক্ত করেছে যে বাংলাদেশে দুর্নীতি ব্যাপক ও পদ্ধতিগত এবং দুর্নীতির চর্চা এসএমই খাতকে উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

এসএমই খাতের অংশীজনগণ স্বীকার করেছেন যে, দুর্নীতির সরবরাহ ও চাহিদা উভয় দিকই রয়েছে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বিস্তৃত প্রচেষ্টায় উভয় দিকেই খেয়াল রাখা প্রয়োজন। অতএব, এসএমই খাতকে অবশ্যই অভ্যন্তরীণ সুশাসনের উন্নতি করতে হবে এবং অন্যদিকে সমাজ ও সরকারকে বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে দুর্নীতির চাহিদা হ্রাস করতে হবে।

এসএমই উদ্যোক্তাদের মতে, বর্তমান নীতিমালা এবং আইনী ও অতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিক কাঠামো একটি দুর্নীতিগ্রস্থ পরিবেশ তৈরি করেছে যেখানে ঘুষ এবং অন্যান্য অপকর্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা জোর দিয়ে বলেছেন যে কার্যকরভাবে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মনীতি বাস্তবায়নের অনুপস্থিতি, অবৈধ ক্রিয়াকলাপে অংশ না নেওয়া ব্যবসাগুলিকে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশকারীদের তুলনায় সুষম প্রতিযোগীতায় পিছিয়ে দেয়।

জরিপ, আঞ্চলিক আলোচনা সভা, জাতীয় সম্মেলন এবং নেটওয়ার্কিং ইভেন্টের মাধ্যমে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীরা সরকার, এসএমই খাত, বেসরকারী সংস্থা, জাতীয় বাণিজ্যিক সংস্থা এবং পরিষেবা সরবরাহকারীদের কাছে বিভিন্ন সুপারিশের পরামর্শ দিয়েছিলেন। সুপারিশগুলির একটি সারসংক্ষেপ নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে:

সরকারের প্রতিঃ

- একটি প্রশাসনিক শাখা প্রতিষ্ঠা করুন এবং নাগরিকদের অধিকার, দুর্নীতিবিরোধী আইন এবং নৈতিক মান সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে গণমাধ্যমে প্রচারাভিযান পরিচালনা করুন। সব ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক চ্যানেল ব্যবহার করুন। নৈতিক মান স্থাপনের জন্য শিক্ষাগত উপাদানগুলি প্রবর্তন করুন এবং দৃশ্যমান নয় এমন ধরনের দুর্নীতি এবং তা মোকাবেলার উপায় সম্পর্কে লোকেদের অবহিত করার জন্য বড় আকারের প্রচারাভিযান পরিচালনা করুন।

- সরকারী সংস্থাগুলির মধ্যে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করুন এবং প্রতি ছয় মাস অন্তর তাদের জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে হবে। অভিযোগ দায়ের করা সমস্ত দুর্নীতির মামলার তদন্ত করুন, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করুন এবং অনুসন্ধান পরিচালনার জন্য এবং দুদকের কাছে অভিযোগ পাঠানোর জন্য প্রতিটি সংস্থার মধ্যে একটি পৃথক শাখাকে ক্ষমতায়ন করুন। প্রতিটি সরকারি অফিসে স্বতন্ত্র ন্যায়পাল নিয়োগ করুন যাতে আইনগুলি পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ করা যায় এবং দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের তাদের সামাজিক বা রাজনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে যাতে তারা নিজেদের দায় এড়িয়ে যেতে না পারে।

- নাগরিকদের ভয় ছাড়াই দুর্নীতির অভিযোগ করার জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করুন, দুদককে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দিন এবং ৯০ দিনের মধ্যে জনসাধারণের তথ্য পেতে এবং গৃহীত পদক্ষেপগুলি জানাতে দুদকের মধ্যে একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করুন। জনস্বার্থ তথ্য প্রকাশ আইন (সুরক্ষা প্রদান), ২০১১ (জনপ্রিয়ভাবে হুইসেল-ব্লোয়ার সুরক্ষা আইন হিসাবে পরিচিত) এর অধীনে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতের রিপোর্টিং এবং এসএমইগুলিকে সুরক্ষিত করুন। আইন ও অভিযোগ প্রক্রিয়া সংস্কার করুন এবং আইন বাস্তবায়ন করুন, দুদককে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করুন এবং সরকারি খাতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করুন।

- অনুমোদন প্রক্রিয়া ও নথিপত্রের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও দীর্ঘসূত্রিতা (পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট) হ্রাসের মাধ্যমে লাইসেন্স ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্তি ও নবায়নের প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে। ট্রেড লাইসেন্সের জন্য একটি ওয়ান-স্টপ সলিউশন তৈরি করুন এবং বেআইনি যোগসাজশ বা চাঁদাবাজি রোধ করতে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার ব্যবহার বাড়ান।

- ছোট প্রতিষ্ঠান সমূহকে আইন শিথিলের মাধ্যমে প্রণোদনা প্রদান করুন এবং এসএমই-এর জন্য যথাযথ সহায়তা ব্যবস্থা এবং প্রণোদনাসহ একটি শক্তিশালী এসএমই নীতি তৈরি করুন। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতের সমস্যা সমাধানের জন্য ভ্যাট এবং আয়কর নীতির সংস্কার করুন।

বেসরকারি খাতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিঃ

- জনসাধারণের সাথে কাজ করার সময় দুর্নীতি শনাক্ত এবং মোকাবেলার জন্য অভ্যন্তরীণ অভিযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করুন। একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থা তৈরি করুন যার মাধ্যমে জনগণকে উদ্বেগ মোকাবেলা জন্য গৃহীত পদক্ষেপ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে অবহিত করা হবে। আচরণবিধি এবং নৈতিকতার জন্য কার্যকর জবাবদিহিমূলক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করুন এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতে দুর্নীতির অভিযোগ করার জন্য সচেতনতামূলক প্রচারণা ব্যবস্থা করুন।
- ব্যবসার সততাকে অগ্রসর করতে এবং দুর্নীতির সমস্যা সমাধানের জন্য একটি বেসরকারি-খাতের জোট গঠন করুন। বিভিন্ন খাতের নির্দিষ্ট উদ্বেগগুলিকে চিহ্নিত করে স্বাধীন প্ল্যাটফর্ম এবং যোগাযোগ তৈরী করুন। সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি মেনে চলা প্রতিষ্ঠানসমুহের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করুন এবং দুর্নীতির শিকার ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতকে সহায়তা করুন।
- চেম্বার এবং অ্যাসোসিয়েশনগুলোর দুর্নীতি বিরোধী প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করুন, সরকারকে জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসুন এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করুন। অভ্যন্তরীণ সুশাসন ব্যবস্থার বিকাশ করুন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের মধ্যে তার চর্চা নিশ্চিত করুন।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিঃ

- সরকারি ও বেসরকারি খাতে দুর্নীতি বিষয়ক বিদ্যমান আইন কানুন এবং দুর্নীতির অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি বিষয়ে প্রচারাভিযান পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
- বিদ্যমান আইনের অধীনে দুর্নীতি বিরোধী অধিকারগুলো সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সরকারের প্রচেষ্টাকে পরিপূর্ণ করতে হবে। এই লক্ষ্যে প্রতিটি মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার প্রচেষ্টাকে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য জোর দিতে হবে।
- দুর্নীতি সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনের অপ্রতুলতা চিহ্নিত করতে সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে। বিদ্যমান আইনের পর্যালোচনা করে এর দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধন, নতুন আইন এবং প্রক্রিয়া গুলোর সুপারিশ করতে হবে।
- সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে দুর্নীতির ধরন ও উপায় সংগ্রহ করে এগুলোকে নথিভুক্ত করতে হবে এবং জনসাধারণকে অবহিত করতে হবে। প্রচারাভিযান ও গণমাধ্যমে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে পরিস্থিতির প্রতিকার পেশ করতে হবে।

বাণিজ্য সংস্থার প্রতিঃ

- এসএমই সেক্টরের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা ও কর্মসূচি নেয়া প্রয়োজন এবং একটি সহায়ক ও সুন্দর পরিবেশ তৈরির জন্য নির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়া প্রণয়ন করা যেতে পারে।
- শাসন ব্যবস্থা, দুর্নীতি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিনির্ধারণ সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ ও পদক্ষেপের জন্য একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে।
- এসএমই সেক্টরসহ বিভিন্ন সেক্টরে কঠোর নৈতিক কাঠামো (কোড অফ ইথিক্স) প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে এবং এই কোড মেনে চলাকে উৎসাহিত করতে হবে।

সেবা প্রদানকারীদের জন্যঃ

- এসএমই-এর চাহিদা পূরণের জন্য কার্যকর আলোচনা, মতামত এবং প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের চাহিদা বোঝার জন্য কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।
- কোনও বাধা ছাড়াই যথাযথ পরিষেবা প্রদান নিশ্চিত করার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে আস্থাহীনতার সংস্কৃতি পরিবর্তন করতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের সাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতি স্থাপন করুন।

প্রারম্ভিকা

বাংলাদেশে দুর্নীতির ব্যাপকতা যথাযথভাবে নথিভুক্ত এবং ব্যাপকভাবে আলোচিত, কিন্তু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে এর প্রভাব খুব কমই খতিয়ে দেখা হয়েছে। যদিও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাত ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক খাতের ৫০.৯১ শতাংশ, মোট শ্রমিক সংখ্যার ৩৫.৪১ শতাংশ, জিডিপির ৪৮.৪১ শতাংশ এবং মোট মূল্য সংযোজনের ৪৭.৬৩ শতাংশ নিয়ে গঠিত, তবুও এই খাত অবহেলিত। বাংলাদেশের শিক্ষাবিদ এবং ব্যবসায়ীরা একমত যে, দুর্নীতির ঘটনা দেশের শাসন ব্যবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক মূল্যবোধের সাথে অন্তর্নিহিতভাবে জড়িত। দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্বচ্ছ শাসন অপরিহার্য। এই ধরনের শাসন ব্যবস্থার জন্য অর্থনৈতিক সংস্কারক এবং বেসরকারী খাতের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন।

২০২১ সালের জানুয়ারিতে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজের (সিআইপিই) যৌথভাবে বেসরকারী খাত এবং অর্থনৈতিক সংস্কারকদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ: দুর্নীতির বিরুদ্ধে বেসরকারী খাতকে একত্রিত করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসনের দাবীকে সমর্থন করা" শিরোনামে একটি প্রকল্প চালু করে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতির অবস্থা এবং বেসরকারী খাত, বিশেষত এসএমইগুলির উপর এর প্রভাব মূল্যায়ন করা।

প্রকল্পের বেশ কয়েকটি উপাদান ছিল:

ক) বাংলাদেশে এসএমই'র অবস্থা, এ খাতের প্রতি সরকারের নীতিমালা, সুশাসন ও দুর্নীতির বিষয়ে জাতীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্য সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গি এবং এসএমই খাতের সাপোর্ট নেটওয়ার্কের উপরে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন। এসএমই খাত সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকাশনার একটি ডেস্ক রিভিউ পরিচালিত হয়েছিল এবং ১০ টি জাতীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্য সংস্থার মোট ১৫২ টি প্রকাশনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। এই অনুসন্ধানের ভিত্তিতে, জাতীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্য সংস্থার সাথে যুক্ত ব্যক্তি, ব্যবসায়িক সহায়তা সংস্থার নেতা, শিক্ষাবিদ এবং বিশেষজ্ঞদের চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং ১ ডিসেম্বর, ২০২১ থেকে ১৫ মার্চ, ২০২২ এর মধ্যে ১৫ টি মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (কেআইআই) নেওয়া হয়েছিল। মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি ২০২২ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়েছিল।

খ) দুটি জরিপ স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়েছিল: একটি পরিবারের মধ্যে দুর্নীতি সম্পর্কে সচেতনতা ও উপলব্ধি এবং অন্যটি এসএমই খাতে দুর্নীতির উপলব্ধি ও ধরণের উপর। এই দুটি জরিপ ২০২১ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে পরিচালিত হয়েছিল। ২৭ আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে, ১২৩১ জন জাতীয়-প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি গৃহস্থালী জরিপে অংশ নিয়েছিলেন। রেজিলিয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাসেটস (আরডিডি) পদ্ধতি ব্যবহার করে, উত্তরদাতাদের দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছিল। এসএমই জরিপটি ২০২১ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে ৮০০ টি জাতীয় প্রতিনিধিত্বকারী এসএমই নিয়ে সম্পাদিত হয়েছিল, যার মধ্যে ৪০০ টি উৎপাদন এবং ৪০০ টি পরিষেবা খাতের ব্যবসা রয়েছে। এসএমই এবং খানা জরিপ সম্পন্ন করতে কম্পিউটার-অ্যাসিস্টেড টেলিফোন ইন্টারভিউ (সিএটিআই) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিলো। খানা জরিপের ফলাফল ১ মে ২০২২ এবং এসএমই জরিপের ফলাফল ৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ এ প্রকাশিত হয়েছিল।

গ) তৃণমূল পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ ও পরামর্শ সংগ্রহের লক্ষ্যে ২০২২ সালের ২৭ জুন থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর ও সিলেট তথা আটটি বিভাগীয় সদরে আটটি আঞ্চলিক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এসএমই খাতের মোট ১৯৪ জন উদ্যোক্তা এবং এসএমই খাতের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা এই আঞ্চলিক পরামর্শ সভায় অংশ নেন।

ঘ) ২০২৩ সালের ২৯ জানুয়ারি ঢাকায় 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ' শীর্ষক এক সম্মেলনে প্রকল্পটি শুরু হওয়ার পর থেকে সংগৃহীত সকল তথ্য বাংলাদেশের সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, রাজনীতিবিদ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক এবং এসএমই উদ্যোক্তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সারাংশ

বাংলাদেশ সরকারের শিল্পনীতি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতির উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে দুটি মানদন্ড দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায় – কর্মসংস্থানের আকার এবং বিনিয়োগের পরিমাণ। উৎপাদন খাতে যে সব প্রতিষ্ঠানের ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ এবং ১২০ জন কর্মী রয়েছে তাদেরকে ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং যে সব প্রতিষ্ঠানের ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ এবং ৩০০ জন কর্মচারী রয়েছে তাদেরকে মাঝারি শিল্প হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল। সেবা খাতের ক্ষেত্রে যাদের ২ কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ এবং ৫০ জন কর্মী রয়েছে তাদেরকে ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল। যাদের ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ এবং ১২০ জন কর্মী রয়েছে তাদেরকে মাঝারি শিল্প হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের আকার এবং অবদান সম্পর্কে প্রাপ্ত পরোক্ষ তথ্যসমুহ থেকে দেখা যায় যে এই খাতটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সে সাথে ৫০% এরও বেশি ব্যবসায়িক উদ্যোগকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে বলে দেখা যায়। বাংলাদেশে ৩৩টি শিল্প খাত রয়েছে যা মোটাদাগে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত: উৎপাদন, কৃষি-ব্যবসা এবং পরিষেবা। বাংলাদেশী এসএমইগুলো সরবরাহকৃত পণ্য ও পরিষেবার ভিত্তিতে এই খাতগুলোতে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়।

জাতীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্য সংস্থার প্রকাশনার বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে গণতন্ত্র, শাসন ব্যবস্থা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দুর্নীতি সম্পর্কে উল্লেখ এবং আলোচনার একটি সুস্পষ্ট অনুপস্থিতি রয়েছে। ১০ টি বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্য সংস্থা থেকে প্রাপ্ত ১৫২ প্রকাশনার মধ্যে প্রায় কোনোটিতেই উল্লেখযোগ্য কোন দুর্নীতি বিরোধী উদ্যোগ পাওয়া যায়নি। বেশিরভাগ প্রকাশনা কর সংস্কার ও ভর্তুকি বৃদ্ধি কেন্দ্রিক। পাঁচটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা - গণতন্ত্র, শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দুর্নীতির কোনোটিই এসব প্রকাশনায় উঠে আসেনি। এই বিষয়গুলোর ফলে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পায়।

পনেরো জন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নেতা, শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ ও শিল্পপতি যারা প্রকল্পের বিষয়ে মতামত দিয়েছেন তারা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাতে দুর্নীতির ব্যাপকতার উপস্থিতি স্বীকার করেছেন। তারা সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে লাইসেন্স ও পারমিট পাওয়ার জন্য ঘুষ প্রদানকে দুর্নীতিতে জড়িত হওয়ার প্রাথমিক পদ্ধতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে আরেকটি উল্লেখযোগ্য দুর্নীতির দৃষ্টান্ত হল যখন সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় সরকার কিছু ব্যক্তি বিশেষে অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা দেয়।

এই ব্যাপক দুর্নীতিমূলক কর্মকান্ডের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও অন্যান্য বিভিন্ন খাত সংশ্লিষ্টদের মধ্যে যোগসাজশ। শিল্প বিশেষজ্ঞ এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের মতে, নাগরিকরা দুর্নীতিকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক ও ব্যবসায়িক অনুশীলনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হিসাবে দেখেন। এই চর্চা মানুষের দুর্নীতিগ্রস্থ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কথা বলা আরও কঠিন করে তোলে এবং এটি দুর্নীতিকে আরও বেশি উৎসাহিত করে। কারো কারো মতে, নৈতিকতার অভাব দুর্নীতি বিরোধী সংস্কৃতিকে আরও উৎসাহিত করে । মানুষ মনে করে করে যে, সরকারি অফিসগুলোতে জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি ও দায়মুক্তির মনোভাব দুর্নীতির পরিস্থিতিকে স্বাভাবিকে পরিণত করেছে। দুর্নীতিবাজদের শাস্তি কার্যকর করার ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যেখানে সবাই ব্যক্তিগত সফলতার জন্য দুর্নীতির আশ্রয় নেয়াকে আবশ্যক মনে করে। যদিও কিছু সংখ্যক মানুষ বিশ্বাস করে যে নগদ লেনদেন দুর্নীতিগ্রস্ত কাজের আবরণ হিসেবে কাজ করে, নগদ লেনদেনের পরিবর্তে উপযুক্ত আর্থিক ব্যবস্থাপনায় নগদ অর্থবিহীন লেনদেন এই দুর্নীতির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে।

তথ্যদাতাদের অধিকাংশই ব্যবসা ক্ষেত্রে চলমান দুর্নীতিবিরোধী কোনো কার্যক্রমের নাম বলতে পারেননি। অন্যদিকে, বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা উল্লেখযোগ্য দুর্নীতিবিরোধী এবং স্বচ্ছতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতা হতাশা প্রকাশ করেছেন, বিশেষ করে যখন তারা সরকারের ব্যাপক পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন, বিশেষ করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর কার্যক্রম এর কথা। যা থেকে বোঝা যায় যে, সুশীল সমাজের সদস্যদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার সুযোগ খুবই কম। বাণিজ্য সংস্থাগুলোর দুর্নীতি শনাক্ত এবং ও প্রতিরোধের জন্য অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া তৈরি করার বিষয়ে কোন প্রকার তথ্য সংগৃহীত প্রকাশনায় পাওয়া যায়নি। যদিও অনেক প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের তথ্য কেন্দ্র রয়েছে, তবে সেই তথ্যকেন্দ্রগুলো সেবা গ্রহীতার কাছ থেকে খুবই কম সংখ্যক দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ পেয়েছে বলে জানা যায়। উত্তরদাতাদের একটি বড় অংশ দুর্নীতি বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বেসরকারি খাত থেকে নেতৃত্বের সম্ভাবনা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন এবং তারা উল্লেখ করেছেন যে এই ধরনের নেতৃত্ব সরকারের সমর্থনের অভাবে অর্থহীন হয়ে পড়বে।

ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞরা বিদ্যমান দুর্নীতিবিরোধী আইন এবং রিপোর্টিং পদ্ধতিগুলো যথেষ্ট পরিমাণে ত্রুটিপূর্ণ বলে সমালোচনা করেছেন। একাধিক ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতার বক্তব্য অনুযায়ী, সংগঠনগুলো দুর্নীতি মোকাবেলা করতে সক্ষম নয়। আর্থিক খাত বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যবসায়ীরাও একই ধারনা পোষণ করেন। একজন ব্যবসায়ী নেতা, যিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করেন, তিনি জাতীয় পর্যায়ের বাণিজ্যিক সংগঠনগুলোকে আরও তৎপর হওয়ার পরামর্শ দেন এবং সমস্যা মোকাবেলায় সংগঠনগুলোকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে বলে মনে করেন।

এটি সুপারিশ করা হয়েছে যে, হুইসেলব্লোয়ার আইন ২০১১ এবং এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনার অভাবের কারণে দুর্নীতিমূলক আচরণ সহজতর হচ্ছে। উত্তরদাতারা বিচারিক প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতার বিষয়টি তুলে ধরে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। দুদকের স্বাধীন ও স্বচ্ছ ক্ষমতায়ন এবং দুর্নীতির অভিযোগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার উন্নয়নকে ব্যক্তিগতভাবে সম্মুখীন হওয়া দুর্নীতির ব্যাপারে অভিযোগ করার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করার একটি উপায় হিসাবে দেখা হয়েছিল।

খানা জরিপের সারসংক্ষেপ

খানা জরিপের লক্ষ্য ছিল দুর্নীতির সমস্যা, এর প্রধান বাধা, সবচেয়ে সাধারণ প্রকারগুলো নির্ণয় করা, এবং দুর্নীতির বিদ্যমান আচরণ ও এটি পরিবর্তনের উপায় খোঁজা। একইসাথে, এ জরিপে মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেশে দুর্নীতির গভীরতা সম্পর্কে ধারনা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি, মহামারী চলাকালীন দুর্নীতির প্রকৃতি ও ধরন এবং এটি কিভাবে পরিবারের ওপর প্রভাব ফেলেছে তা অনুসন্ধান করা হয়েছে।

> *“দুর্নীতি দমন আইন বিষয়ক সচেতনতা খুব কম, যা মাত্র ৫ দশমিক ৭ শতাংশ”*

জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে দুর্নীতি দমন আইন বিষয়ক সচেতনতা খুব কম, যা মাত্র ৫ দশমিক ৭ শতাংশ। যারা সচেতন তাদের মধ্যেও দুই-তৃতীয়াংশ এর বেশি বিশ্বাস করে যে বিদ্যমান আইনগুলোর মধ্যে এই অধিকারগুলোর চর্চা সম্ভব। নাগরিকদের সাথে ঘটা দুর্নীতির বিভিন্ন ঘটনা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সরকারি কার্যালয়ে অনেক বেশি বলে গণ্য করা হয়। তা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা কর্তৃক নিয়োগকৃত তদন্তকারী কর্মকর্তাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি নিয়ে বেশি তদন্ত করতে দেখা যায় বলে জরিপে অংশগ্রহণকারীগণ উল্লেখ করেন।

দুর্নীতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, বিশ্বাস এক প্রকার মিশ্র ধারণা নির্দেশ করে। ৪৪ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করে বর্তমান দুর্নীতির পর্যায় হলো অগ্রহণযোগ্য, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩৪ শতাংশ) এটাকে গ্রহণযোগ্য মনে করে এবং এক পঞ্চমাংশ এর কিছুটা বেশি (২২ শতাংশ) এ ব্যাপারে অনিশ্চিত।

কিছু ধরণের দুর্নীতি গ্রহণযোগ্য' বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে দুর্নীতির অগ্রহণযোগ্যতা গুরুতরভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় দুই- তৃতীয়াংশ (৬২ শতাংশ) উত্তরদাতার মতে এটা অগ্রহণযোগ্য, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩১ শতাংশ) উত্তরদাতার মতে এটা গ্রহণযোগ্য এবং অল্প সংখ্যক উত্তরদাতা (৮ শতাংশ) এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয়।

দুই-তৃতীয়াংশের কিছু বেশি উত্তরদাতারা অভিমত প্রদান করে যে, অনুমোদনহীন সেবা, অর্থ উপহার, অথবা ঘুষ কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ উল্লেখ করেছে যে এটা সর্বদা বা মাঝেমধ্যে সমর্থনযোগ্য। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দুর্নীতিকে অনুমোদন করার পক্ষেই রয়েছেন।

দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য উত্তরদাতারা কিছু উপায় প্রস্তাব করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে জনসচেতনতা তৈরি করা, আইন ও বিধিনিষেধ শক্তিশালী করা, কৌশল প্রয়োগ এবং শাস্তির বিধান জোরদার করা, জনপ্রশাসনের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করা, আইনের শাসনের ধারাবাহিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

এই জরিপটি কোভিড-১৯ মহামারীর, বিশেষ করে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থায় তার প্রভাব অনুসন্ধান করেছে। জরিপে দেখা গেছে যে, সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ২ দশমিক ১ মিলিয়ন পরিবারের (বাংলাদেশের মোট পরিবারের ৬ শতাংশ) প্রতি পরিবারে কমপক্ষে একজন কোভিড-১৯ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। ২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের মোট পরিবারের প্রায় অর্ধেক (৫১ শতাংশ) পরিবারের মধ্যে ন্যূনতম একজন ব্যক্তি স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করেছে; যা প্রধানত সরকারি স্বাস্থ্য খাত থেকে এবং বাকিটা বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক, গ্রাম্য ডাক্তার ও ফার্মেসী থেকে।

কোভিড-১৯ মহামারী জাতীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান এবং পরিবারের আয়ের উপর, বিশেষ করে দেশের নিম্ন আয়ের পরিবারের উপর তীব্র নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কোভিড-১৯ সমাজের দরিদ্র অংশকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করেছে এবং প্রতি চারটি পরিবারের মধ্যে একটি পরিবার চাকরি হারানোর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে। ফলশ্রুতিতে অনেক পরিবার, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের পরিবার তাদের আয়ের প্রাথমিক উৎস হারিয়েছেন। অপরদিকে সমাজের উচ্চ আয়ের পরিবারের অবস্থা মহামারীর পূর্বের মতোই রয়েছে। ২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর এর মধ্যে প্রায় ৩ মিলিয়ন পরিবার সরকারি সহায়তা গ্রহণ করেছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা প্রসঙ্গে সাতটি নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উত্তরদাতারা সেনাবাহিনীকে সবচেয়ে বেশি আস্থাভাজন হিসেবে পছন্দ করেছেন। আস্থার ভিত্তিতে অন্যান্য নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের উচ্চ থেকে নিম্ন ক্রম হলো- আইন ও বিচার ব্যবস্থা, স্থানীয় সরকার, ভূমি প্রশাসন/ রেজিস্ট্রেশন, স্থানীয় নেতাগণ এবং পুলিশ। উত্তরদাতাগণ রাজনৈতিক দলকে সবচেয়ে কম আস্থাশীল হিসেবে মতামত প্রদান করেছে।

এসএমই জরিপের সারসংক্ষেপ

এসএমই জরিপের লক্ষ্য ছিল এসএমই উদ্যোক্তাদের মধ্যে দুর্নীতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, বিদ্যমান দুর্নীতির অবস্থা, এসএমই খাতের ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি ও দুর্নীতি বিরোধী আচরণ সম্পর্কিত বিষয়টি চিহ্নিত করা এবং দরকারী তথ্য সরবরাহ করা। এর পাশাপাশি, কীভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় সে সম্পর্কে এসএমইগুলোর কাছ থেকে পরামর্শ সংগ্রহ করা।

> *“অর্ধেকের বেশি (৫২.০৬%) অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন প্রয়োজনীয় পরিষেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ঘুষ প্রদান করতে হয়”*

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুসারে, অর্ধেকের বেশি (৫২.০৬%) অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন যে, কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী সময়ে বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় পরিষেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ঘুষ প্রদান করতে হয় যেমন- নতুন লাইসেন্স তৈরি এবং নবায়ন, সরকারি সেবা ব্যবহার, ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (টিন) সংগ্রহ, ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স (ভ্যাট) সনদপত্র সংগ্রহ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে। প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৯ জন মনে করেন যে দুর্নীতি একটি সংক্রামক ব্যাধি। একটি বড় অংশ (৬২.৪%) বিশ্বাস করেন, প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই দুর্নীতির শেকড় অন্তর্নিহিত এবং আরও অধিক সংখ্যক (৭১.৩%) মনে করেন যে, দুর্নীতির অত্যধিক উপস্থিতি বাজারকে আরো অসম প্রতিযোগীতামূলক করে তোলে। অর্ধেকেরও বেশি উত্তরদাতা মনে করেন, বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারী খাতে কঠোর সরকারি নিয়মকানুন দুর্নীতি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই সমস্ত ধারণার কারণে জরিপে অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগ এসএমই উদ্যোক্তা (৬১%) অনৈতিক পথ বেছে নিয়েছেন।

নতুন লাইসেন্স তৈরি এবং নবায়নের ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিশেষ উপস্থিতি (যথাক্রমে ৩৬.৪% এবং ৩১.৮%) পরিলক্ষিত হয়েছে। দুই-তৃতীয়াংশ লোক যারা ঘুষ প্রদান করেছেন, তাদের মধ্যে ধারণা বিদ্যমান যে সেবা গ্রহণের জন্য ঘুষ প্রদান করা প্রয়োজন এবং ঘুষ প্রদান সময় বাঁচায় । দুর্নীতির সব থেকে বড় জায়গাগুলো হচ্ছে লাইসেন্স এবং রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত অফিসসমূহ (২৮.৮%), ট্যাক্স অফিস (২১.৬%), স্থানীয় সরকার/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা (১৯.৫%), ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিস (১৩.৫%), পরিবেশ অধিদপ্তর (১২.৩%), এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ (১০.৬%)। এ সমস্ত তথ্য এটাই নির্দেশ করে, যেখান থেকে উদ্যোক্তাদের জনসেবা নেয়ার কথা, সেখানেই তারা বেশি দুর্নীতির শিকার হচ্ছেন।

বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারীর মতে, অর্থ সম্পদের প্রতি লোভ এবং সেই সাথে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে স্বচ্ছতার অভাবই প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিকে আরও বেশি উদ্বুদ্ধ করে, এছাড়াও বেশ কিছু কারণের কথা তারা উল্লেখ করেছেন। এসএমই থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সব থেকে বেশি যে ক্ষেত্র দুটির কথা ওঠে এসেছে সেগুলো হচ্ছে দুর্নীতি বিরোধী আইনের অনিয়মিত প্রয়োগ (৮৬.২%) এবং দুর্নীতিবিরোধী আইনের একদমই প্রয়োগ না করা (৭৯.৫%)। সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে পেশাদারিত্বের অভাব (৭৭.৪%), সেই সাথে সেবাদানের ক্ষেত্রে ঘুষের জন্য অনুরোধ (৭৩.৯%) সেবাগ্রহণকারীদের জন্য একটি উদ্বেগের বিষয়, যেখানে সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণ অথবা বিশেষ সুবিধা ভোগের প্রতি চাহিদা (৭৩.৯%) দুর্নীতিকে আরও উৎসাহিত করছে। দুর্নীতি সংক্রান্ত খবর গণমাধ্যমে না আসা (৭২.৮%) দুর্নীতির বিস্তারের অন্যতম কারণ বলেও উত্তরদাতাগন উল্লেখ করেন।

এসএমই জরিপের তথ্য অনুসারে দুর্নীতির যে দুইটি সর্বাধিক পরিচিত মাধ্যম উঠে এসেছে সেগুলো হচ্ছে- উৎকোচ (৭৭.৯%) এবং রাজনৈতিক প্রভাব (৬০.১%)। এছাড়াও এই তালিকায় রয়েছে চাঁদাবাজি (৪৬.৩%), স্বজনপ্রীতি (৪৩.৯%), এবং মাত্রাহীন পৃষ্ঠপোষকতা (৪৩.১%)। এই ধরণের দুর্নীতিই আমাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিবিম্ব স্বরূপ, যেটা আমাদের অর্থনৈতিক খাতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। জাতীয় সরকারের দুর্নীতির (২৭.৬%) চেয়ে স্থানীয় সরকারের দুর্নীতির মাধ্যমে এসএমই খাত বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। উৎকোচ, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পর্ক (৬৮.৪%), এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে সুসম্পর্কই হচ্ছে সহজে সেবা গ্রহণ এবং অবৈধভাবে টিকে থাকার উপায় (৬৮.৪%)।

ব্যাপকহারে বিস্তৃত দুর্নীতির তুলনায়, অভিযোগ প্রদানের হার অত্যন্ত কম। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মাত্র ২ দশমিক ৩ শতাংশ উত্তরদাতা কোন না কোন এক পর্যায়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন, যার মধ্যে ৭০% বলেছেন যে তারা অভিযোগ প্রদান করে নেতিবাচক ফলাফল পেয়েছেন।

> *“এসএমই জরিপের তথ্য অনুসারে দুর্নীতির যে দুইটি সর্বাধিক পরিচিত মাধ্যম উঠে এসেছে সেগুলো হচ্ছে উৎকোচ (৭৭.৯%) এবং রাজনৈতিক প্রভাবের ব্যবহার (৬০.১%)”*

যদিও সরকার বারবার বলছেন যে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা “জিরো টলারেন্স নীতি” গ্রহণ করেছেন, কিন্তু অর্ধেকেরও কম (৪৬%) অংশগ্রহণকারী মনে করেন যে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতিরোধে সত্যিই কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এদের আবার বেশিরভাগই মনে করেন না যে এই ধরণের কর্মকান্ড কোনো ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সরকারের দুর্নীতি প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপর গবেষণায় দেখা যায় যে, এখানে অন্যতম একটি উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগের পদ্ধতি। এখানে দুইটি বিষয় বিবেচনার দাবি রাখে- এক, অভিযোগ ব্যবস্থার কার্যকারিতা এবং দ্বিতীয়ত, সহজে অভিযোগ করা যাচ্ছে কি না। দুইটি ক্ষেত্রেই উত্তরদাতাদের সমানসংখ্যক ইতিবাচক ও নেতিবাচক উত্তর উঠে এসেছে। কাজেই আমরা বলতে পারি, অভিযোগব্যবস্থা ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের অনুকূলে না। হুইসেলব্লোয়ারদের অনিরাপত্তাও আরেকটি চিন্তার বিষয় যেখানে অধিকাংশ উত্তরদাতা (৭২.৮%) তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

যদিও অধিকাংশ উদ্যোক্তা (৫৫.১%) দুর্নীতি প্রতিরোধে তাদের ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট, তথাপি ৭৮ শতাংশের এর বেশি এসএমই উদ্যোক্তারা স্বাধীনভাবে নিশ্চিন্তে ব্যবসা করতে দূর্নীতিবিরোধী বেসরকারি প্ল্যাটফর্মে যোগ দিতে আগ্রহী।

আঞ্চলিক আলোচনা সভাসমূহে প্রাপ্ত তথ্যের সারাংশ

আটটি আঞ্চলিক আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা তাদের ব্যবসা পরিচালনা করার সময় প্রত্যক্ষ করা বিভিন্ন ধরণের দুর্নীতির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অংশগ্রহণকারীদের আলোচনার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে দেশের সব অঞ্চলেই এসএমই সমূহ একইধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখী হয়। আলোচনা থেকে আরো বোঝা যায় আটটি অঞ্চলেই প্রতিনিয়ত সম্মুখীন হওয়া দুর্নীতির অভিজ্ঞতার মধ্যে খুব সামান্য পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় দুর্নীতি গভীরভাবে নিহিত আছে এই মনোভাব সব আঞ্চলিক আলোচনা সভায় উঠে এসেছে। সব অঞ্চলেই অংশগ্রহণকারীরা তাদের অভিজ্ঞতা বলার সময় শুরুতেই কিভাবে সমাজে দুর্নীতি তৈরি হয়েছে সেটি তুলে ধরেন। দুর্নীতি সমাজে এমনভাবে সাধারণ একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে যে ঘুষ না দিয়ে কিছু করা গেলে এটি একটি বিরল ঘটনা বলে বিবেচিত হয়। অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই বিভিন্নভাবে জানিয়েছেন যে, দেশের অর্থনীতিতে দুর্নীতি রয়েছে। পাশাপাশি, দুর্নীতিকে প্রশ্রয়ের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা না থাকার বিষয়টি নিয়েও তারা আলোচনায় বেশ সতর্ক ছিলেন। অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন যে, দেশের সর্বত্র দুর্নীতি রয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাদেরকে দুর্নীতির সম্মুখীন হতে হয়। এক্সিট সার্ভে পূরণ করার সময় ৭৪% অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন যে, তারা সরাসরি একই বা ভিন্ন ধরণের দুর্নীতির সম্মুখীন হয়েছেন।বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া দুর্নীতির সাধারণ প্রবণতাগুলোর দশটি মূল পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ। প্রতিটি আলোচনায় একাধিক অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে এ দশটি পর্যবেক্ষণের বিস্তারিত বর্ননা বারবার উঠে এসেছে। তাই, এগুলোকে আঞ্চলিক ও জাতীয় উভয় স্তরেই এসএমই খাতকে বাঁধাগ্রস্থ করার কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

অতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিক জটিলতার ফলে ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ায় অসুবিধা

আটটি অঞ্চলের আলোচনাতেই এসএমইগুলোকে লাইসেন্সের জন্য এবং ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করার জন্য আবেদন করার সময় সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার বিষয়টি উঠে আসে। বেশ কয়েকজন অংশগ্রহণকারীদের মতে, একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ শুরু করার সময় বিভিন্ন অনুমোদনের জন্য উদ্যোক্তাদেরকে ১৩ থেকে ১৪ টি বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক অফিসে যেতে হয়। এসব কার্যালয়ের মধ্যে রয়েছে আয়কর অফিস, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, পরিবেশ অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বিদ্যুৎ বিভাগ। এছাড়াও খাত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থায়ও যেতে হয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা ট্রেড লাইসেন্সের আবেদনের সময় দুর্নীতির মুখোমুখি হয়েছিলেন তারা দাবি করেছেন যে তাদের আবেদন নিয়ন্ত্রক সংস্থার অফিসে আটকে ছিল। তারা জানান, শুধুমাত্র ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে বা সংশ্লিষ্ট অফিসে ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক সংযোগের মাধ্যমে লাইসেন্সের অনুমোদন পাওয়া যায়। সব অঞ্চলের উদ্যোক্তারাই এক্ষেত্রে মোটামুটি একই ধরনের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। বিশেষভাবে, লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এড়াতে ঘুষ প্রদান করা যে খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে তা মোটামুটি সবার বক্তব্যেই উঠে এসেছে। উল্লেখ্য যে, সকল উদ্যোক্তারা লাইসেন্স পাওয়ার জন্য ঘুষ প্রদান করতে হয়েছে এমনটি দাবি করেননি। ছোট বা মাইক্রো-ব্যবসার মধ্যে যাদের কাগজপত্র ঠিকঠাক ছিল তাদেরকে লাইসেন্স পেতে কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি এবং বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার অফিসে যাতায়াত করতে হয়নি। যেসব প্রতিষ্ঠানের জন্য অধিক সংখ্যক নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল এবং যথাযথ জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রাখতে পারেনি তাদের মধ্যে লাইসেন্স পেতে ঘুষ দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন যে, তারা লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়াকে গতিশীল করার জন্য অল্পবিস্তর ঘুষ দিয়েছেন। অংশগ্রহণকারীরা সামগ্রিকভাবে এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, ট্রেড লাইসেন্স পাওয়া ও এটি বজায় রাখার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল ও কষ্টকর হওয়ায় অনেক এসএমই ব্যবসায়ীরা লাইসেন্স ছাড়াই তাদের ব্যবসার চালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। যার ফলশ্রুতিতে তারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নানা ধরনের হয়রানির শিকার হন এবং উৎকোচ দিতে বাধ্য হন।

কর ফাঁকির সংস্কৃতি

দ্বিতীয় আলোচিত বিষয় ছিল বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান ভ্যাট ও আয়কর নীতি। বাংলাদেশে কর পরিহার ও ফাঁকির বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠিত এবং এসবের বহু তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। ট্যাক্স জাস্টিস নেটওয়ার্ক ও পাবলিক সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল যৌথভাবে ২০২১ সালে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, উক্ত প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ায় ট্যাক্স থেকে রাজস্ব হারানোর তালিকায় তৃতীয় সর্বোচ্চ দেশ হিসেবে স্থান দেয়া হয়েছে (ট্যাক্স জাস্টিস নেটওয়ার্ক ২০২১) । আলোচনার সময় বহু অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন যে, এসএমই সেক্টরে কর ফাঁকির চর্চাও বেশ প্রচলিত রয়েছে। আটটি আঞ্চলিক আলোচনায় কর ও ভ্যাট ফাঁকির বিষয়ে বিশদ মন্তব্য উঠে এসেছে। নিয়মিত কর দিচ্ছেন না এমন এসএমইরা জানান যে, যদি তারা কর ও ভ্যাটকে এড়িয়ে না চলে তাহলে ইতোমধ্যেই যারা সরকারী কর্তৃপক্ষের সাথে যোগসাজশ করে আছে এবং কর ফাঁকির সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে তাদের সাথে তারা প্রতিযোগিতা করতে পারবে না। বর্তমান কর ও ভ্যাট রিটার্নের পরিমাণ এসএমই উদ্যোক্তাদের আয়ের তুলনায় অনেক বেশি এবং এই পরিমাণটি বজায় থাকলে এসএমই টিকতে পারবেনা। ফলে, এসএমইদের মধ্যে কর ফাঁকির চর্চাটি চলমান রয়েছে। তাদের মতে, ব্যবসায় লাভ বা লোকসান হচ্ছে কিনা তা কর্তৃপক্ষ কখনও বিবেচনায় রাখেনা, প্রতি মাসে এসএমই মালিকদেরকে কর্তৃপক্ষকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হয় যা অত্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

> *“বর্তমান কর ও ভ্যাট রিটার্নের পরিমাণ এসএমই উদ্যোক্তাদের আয়ের তুলনায় অনেক বেশি এবং এই পরিমাণটি বজায় থাকলে এসএমই টিকতে পারবেনা। ফলে, এসএমইদের মধ্যে কর ফাঁকির চর্চাটি চলমান রয়েছে”*

অনেক উদ্যোক্তা কর আদায়কারী ব্যক্তিদের সাথে ‘সুসম্পর্ক’ বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দিয়েছিলেন। তারা জানিয়েছন যে, কিছু ব্যবসায়ীরা কেবল কর ফাঁকির চক্রের সাথেই জড়িত নন, বরং যারা সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত নয় তাদেরকে পরোক্ষভাবে কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিভিন্ন ধরণের হয়রানির শিকার হতে হতো। কিছু উদ্যোক্তা আরও উল্লেখ করেছেন যে, সরকারের নিষ্ক্রিয়তার ফলেই এসব আইন বহির্ভূত কর্মকান্ড সংগঠিত হচ্ছে, বিশেষ করে বড় ব্যবসায়ীদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার অভাবে। ফলে, এমন একটি পরিবেশ গড়ে উঠেছে যে ছোট ছোট উদ্যোক্তাদের বড় হওয়ার একমাত্র উপায় হলো দুর্নীতির এই ব্যবস্থার অংশ হওয়া।

এসএমই খাতে জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের অভাব

ব্যবসা চালু করার পূর্বে সেই ব্যবসা চালানোর জন্য একজন নতুন উদ্যোক্তাকে কী কী জটিলতার মুখোমুখি হতে হবে এ বিষয়গুলো আলোচনার সময় উঠে এসেছিল। বাংলাদেশে একজনকে নতুন ব্যবসা শুরু করার সময় ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ার জটিল পদ্ধতি, সরকারের ভ্যাট রিটার্ন ও আয়কর নীতির বিবরণ, ব্যাংক ঋণের জন্য আবেদন করার পদ্ধতি, অ্যাকাউন্টিং এবং অভ্যন্তরীণ হিসাবরক্ষণের সঠিক পদ্ধতি এবং স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক কৌশল- এ বিষয়গুলো সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হয়। তবে, দেশে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার মান ইউএনডিপির তথ্য অনুযায়ী বৈশ্বিক গড় মান থেকে বেশ খানিকটা নিচে। দুঃখজনকভাবে উদ্যোক্তাদের ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য এ শিক্ষা পর্যাপ্ত নয় (ইউএনডিপি ২০২১)। বাংলাদেশে এসএমইগুলোকে প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা প্রদান করা হয় এসএমই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে। তবে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় কোনও উদ্যোক্তাই সরকারী সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের কথা উল্লেখ করেননি।

অংশগ্রহণকারীরা জানান যে, বেশিরভাগ নতুন উদ্যোক্তা ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স সম্পর্কে জানেন না। ফলে, তারা লাইসেন্সের জন্য আবেদন করার সময় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিভিন্ন অসুবিধা ও হয়রানির মুখোমুখি হতে হয়ে। লাইসেন্সের বিষয়ে সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অসহযোগিতাই শুধু নয়, অংশগ্রহণকারীরা দাবী করেন যে প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়ার জন্য তাদেরকে ঘুষ দিতে হতো। সকল অংশগ্রহণকারীরা নতুন ও সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের যথাযথ নির্দেশিকা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন যাতে তারা যে ঝামেলার মুখোমুখি হয়েছিল নতুনরা তা এড়াতে পারে।

অভিযানের নামে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর এসএমই থেকে চাঁদাবাজি

আলোচনার সময় অনেক উদ্যোক্তা বাংলাদেশে ব্যবসা করার সাথে জড়িত থাকার ব্যাপারে সমাজে বিরুপ মনোভাব সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন। তাদের মতে কেবল যারা দুর্নীতিগ্রস্ত তারাই এ দেশে সফলভাবে ব্যবসা করতে পারে। অংশগ্রহণকারীরা দাবি করেন ব্যবসায়ীদের সাথে সম্পৃক্ত এসব বিরুপ মনোভাবের কারণে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করে। অংশগ্রহণকারীরা অভিযোগ করেছেন যে, নিয়মিতভাবে পুলিশ কর্মকর্তা ও সরকারী পরিদর্শকরা উপহার বা ঘুষ না পাওয়া পর্যন্ত এসএমইগুলো থেকে অযৌক্তিক জরিমানা আদায় করে। অভিযানের সময় ব্যবসায়ীদেরকে হয়রানি করার একাধিক অভিযোগ পাওয়া গেছে। অংশগ্রহণকারীদের কথা অনুযায়ী, সঠিক কাগজপত্র ও পদ্ধতি বজায় থাকুক বা না থাকুক, মাঝারি আকারের উদ্যোগগুলোতেও এই ধরনের হয়রানি ঘটে।

অপর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ শাসন ও স্বজনপ্রীতির ফলে ব্যাংক ঋণ পেতে অসুবিধা

ব্যাংক ঋণের জন্য আবেদন করার সময় এসএমইগুলোকে বড় ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। অংশগ্রহণকারীরা জানান, অপেক্ষাকৃত নতুন উদ্যোক্তাদেরকে আরও বেশি হয়রানিতে পড়তে হয়। সঠিক অভ্যন্তরীণ শাসন সম্পর্কে অজ্ঞাত হওয়ার পাশাপাশি ব্যাংকের সাথে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের অভাবের ফলেও তাদেরকে এসবের মুখোমুখি হতে হয়। ফলে ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া তাদের জন্য অনেক চ্যালেঞ্জিং একটা বিষয়। মাঝেমাঝে ঋণ পেতে তাদেরকে উচ্চ-প্রিমিয়ামের খরচ বহন করে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে ঋণ নিতে হয়। একজন অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে পরিচিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন ফাঁক-ফোকর ব্যবহার করে ঋণ অর্জনের সুযোগ দেওয়া হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানান। যিনি এই প্রক্রিয়ায় ঋণ এনে দিচ্ছেন, তাকেও বিনিময়ে কিছু দিতে হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, ব্যাংকগুলো তাদেরকে ঋণ দিতে চায় না কারণ তারা তাদেরকে লাভজনক বলে মনে করে না এবং এসএমইকে উচ্চ-ঝুঁকি হিসাবে দেখে। এছাড়াও, বাজেটকৃত প্রণোদনা ঋণও এসএমই খাতে সমানভাবে প্রদান করা হয়নি। আলোচনায় বেশিরভাগ এসএমই উদ্যোক্তা জানিয়েছেন তারা এ ঋণের জন্য যোগ্য হলেও তারা তা পাননি।

> *“বিভিন্ন অঞ্চলের অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে, ব্যাংকগুলো তাদেরকে ঋণ দিতে চায় না কারণ তারা তাদেরকে লাভজনক বলে মনে করে না এবং এসএমইকে উচ্চ-ঝুঁকি হিসাবে দেখে”*

ব্যাংক ঋণ নিতে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ পক্ষপাতমূলক আচরণের শিকার হওয়া

আলোচনায় অংশগ্রহণ করা বেশিরভাগ নারী উদ্যোক্তাদের একইধরনের অভিজ্ঞতা ছিল যে ব্যাংক থেকে ঋণ ও প্রণোদনা পেতে তাদেরকে বিভিন্ন অসুবিধা ও বিশেষ বিদ্বেষমূলক আচরণ সহ্য করতে হয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের বহু নারী উদ্যোক্তা জানিয়েছেন যে এসএমইর জন্য বরাদ্দকৃত সরকারের দেয়া প্রণোদনা প্যাকেজ তারা পাননি। ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদেরও এ বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাদের সঠিক পদ্ধতি ও কাগজপত্র সম্পর্কে জ্ঞান ও তথ্যের অভাব থাকায় তাদের জন্য ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করা কঠিন। ব্যাংকগুলোর নারী মালিকানাধীন ছোট ব্যবসার বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাব থাকার প্রবণতা রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আলোচনায় বেশ কয়েকজন নারী উদ্যোক্তা জোর দিয়ে বলেছেন যে, সাথে পুরুষ সঙ্গী না থাকায় তাদেরকে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে, বিশেষভাবে ব্যবসায়িক ঋণ চাওয়ার সময়।

ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে শুল্ক ফাঁকির সিন্ডিকেটের ওপর নির্ভরশীল আমদানি-নির্ভর ব্যবসা

ঢাকা ও সিলেটে বেশ কয়েকজন অংশগ্রহণকারী ছিলেন যারা আমদানি নির্ভর ছোট থেকে মাঝারি আকারের ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা। তারা স্থানীয় কাস্টমস অফিসার, ব্যাংক ও বড় সংস্থাগুলোর মধ্যে বিস্তৃত যোগসাজশের বিষয়ে অভিযোগ করেছেন। তারা আরও জানান যে, এই চক্রটি আন্ডার ইনভয়েসিং ও ওভার-ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে কর ফাঁকি ও অর্থ পাচারের সাথে জড়িত। তারা অভিযোগ করেন ঘুষ দেয়া ছাড়া আমদানি করার অনুমোদন পাওয়া অসম্ভব। সিন্ডিকেট নামে পরিচিত এই ব্যবস্থাটি বর্তমানে এমন পর্যায়ে আছে যে, ঘুষ প্রদান করে শুল্ক ফাঁকি না দিলে খনিজ আমদানি ব্যবসায় লাভবান হতে পারবে না। অংশগ্রহণকারীরা জানান, এসএমইর ওপর বর্তমান শুল্ক আরোপ ও আমদানির অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে সরকারের স্বজনপ্রীতিই এই শিল্পকে বিপর্যস্ত করেছে।

> *“তারা অভিযোগ করেন যে ঘুষ দেয়া ছাড়া আমদানি করার অনুমোদন পাওয়া অসম্ভব”*

পাবলিক ইউটিলিটি প্রদানকারীদের সাথে সিন্ডিকেশন

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা পাবলিক ইউটিলিটি রেট সম্পর্কে কথা বলেছিল তারা অতিরিক্ত খরচ সম্পর্কে অভিযোগ করেছিল। বিশেষ করে যারা কৃষি খাতে ছিলেন তাদের কাছ থেকে এ অভিযোগ এসেছে। তাদের অভিযোগ, কারখানার মতো একই হারে তাদের কাছ থেকে বিদ্যুতের মূল্য নেওয়া বর্তমান সরকারের একটি অন্যায় নীতি। উদ্যোক্তারা আরও বলেছেন যে, যদি নতুন ব্যবসায়ীরা বিদ্যমান সিন্ডিকেটে (অর্থাৎ, ব্যবসার অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক) যোগদান না করে এবং আইনিভাবে পরিচালনা করার চেষ্টা করে, তাহলে তারা পাবলিক ইউটিলিটি প্রদানকারীদের দ্বারা হয়রানির শিকার হয়।

সিন্ডিকেটের অত্যধিক বাজার কারসাজি এসএমই খাতের সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করছে

আলোচনার সময় অংশগ্রহণকারীরা বহুবার "সিন্ডিকেট" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাদের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রায় প্রতিটি সেক্টরে সিন্ডিকেট রয়েছে যারা বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য কারসাজি করছে। অংশগ্রহণকারীরা বেসরকারি শিক্ষা, রাজশাহীর আম উৎপাদন শিল্প, পাট উৎপাদন, বরিশাল ও রংপুরে পোল্ট্রি শিল্প, খুলনায় ধান, মাছ ও চিংড়ি চাষ এবং সিলেটে খনিজ আমদানি শিল্পের কথা উল্লেখ করে সব খাতেই সিন্ডিকেটের প্রভাবের কথা তুলে ধরেন। অংশগ্রহণকারীদের মতে, সিন্ডিকেট দ্বারা এই ধরনের বাজারের কারসাজির ব্যাপকতা নতুন ও ভবিষ্যত উদ্যোক্তাদের জন্য বাঁধা তৈরি করছে। অংশগ্রহণকারীরা বারবার অভিযোগ করেন বড় ব্যবসায়ীরা এসএমইগুলোকে ব্যবহার করে সুবিধা ভোগ করছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, বাজারে প্রভাব খাটিয়ে ও কারসাজি করে দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে।

রাজনীতিকরণ ও অপর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার কারণে বাণিজ্যিক সংগঠনগুলির পদক্ষেপের অভাব

সংগঠন এবং ব্যবসায়িক সংস্থাগুলোর কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রায় প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। বেশ কয়েকজন অংশগ্রহণকারী অভিযোগ করেছেন যে, বাণিজ্যিক সংগঠনগুলো এসএমইকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম ও অনাগ্রহী। এমনকি যারা বাণিজ্য সংস্থার বিষয়ে ইতিবাচক মতামত দিয়েছেন তারাও বলেছেন যে, এখন পর্যন্ত, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বেশিরভাগ উদ্যোগই অকার্যকর হয়েছে। অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন তারা বিশ্বাস করেন যে ব্যবসায়ী সংগঠন বা স্থানীয় চেম্বারগুলো মোটেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের ব্যাপারে মনোযোগী নয়। এছাড়াও অসংখ্য অভিযোগ ছিল যে বেশ কয়েকটি প্রভাবশালী বাণিজ্যিক সংগঠনগুলো নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকা ব্যক্তিরা রাজনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতিতে জড়িত।

সি এ এ সি সম্মেলনের সারসংক্ষেপ

২৯ জানুয়ারী ২০২৩-এ সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্ট্যাডিজ (সিজিএস) 'কল টু অ্যাকশন অ্যাগেইনস্ট করাপশন (CAAC)' সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে আঞ্চলিক আলোচনা সভাসমূহ এবং এই প্রকল্পের জরিপ ফলাফল তুলে ধরা হয়। গবেষণার ফলাফলের উপর আলোচনায় বাংলাদেশের ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহের প্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও এসএমই উদ্যোক্তারা অংশগ্রহণ করেন। তারা সিজিএস এর গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সমুহকে স্বীকার করেন এবং তদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন এবং সমস্যা সমাধানে প্রস্তাবিত পরামর্শ সমুহের সাথে আরো কিছু পরামর্শ যুক্ত করেন।

অংশগ্রহণকারী বিশিষ্টজন কর্তৃক প্রদত্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি নিম্নে দেওয়া হল:

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো এবং সম্মেলনের প্রধান অতিথি ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বিস্তারিত গবেষণা করার জন্য সিজিএস এর প্রশংসা করেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, গবেষণার ফলাফলগুলি এসএমই সেক্টরে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রবণতা প্রদর্শন করে। তার মতে, সরকারি সম্পদ বরাদ্দে দুর্নীতি এবং বেসরকারি সম্পদ বরাদ্দে দুর্নীতির মধ্যে পার্থক্য থাকতে হবে। তিনি আরো বলেন, মাথাপিছু আয় বাড়লেই দেশের দুর্নীতি কমবে না।

ড. দেবপ্রিয় তুলে ধরেন কিভাবে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো তাদেরকে দেওয়া ক্ষমতা হারানোর ভয়ে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। যারা এসএমইকে ক্ষমতায়ন করার জন্য নিযুক্ত তারা এসএমই দ্বারা নির্বাচিত হয় না। ফলস্বরূপ, এই নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি এসএমই এর কাছে দায়বদ্ধ নয় যা দুর্নীতি মোকাবেলায় অপরিহার্য।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতা এবং সংসদ সদস্য হাফিজ আহমেদ মজুমদার বলেন, দুর্নীতি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের জনগণকে জর্জরিত করেছে এবং এই সমস্যার যে কোনো সমাধানকে স্বাগত জানানো হবে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ড. মোঃ মফিজুর রহমান বলেন, লোকবল ও সম্পদের অভাবে এসএমই ফাউন্ডেশন সেবা প্রদানে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) সভাপতি ও বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) সাবেক সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী (পারভেজ) বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে কেউ এসএমইকে নীতিগত সহায়তা দিচ্ছে না ফলস্বরূপ, বাংলাদেশের এসএমই খাত অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় কম ভালো করছে। তিনি এসএমই খাতে ব্যবহারযোগ্য তথ্যের অনুপস্থিতির পাশাপাশি এসএমইগুলির কর্মদক্ষতা ও বিপণন দক্ষতার অভাবের উপরও জোর দিয়েছিলেন, যা তাদের পিছিয়ে পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি আরো বলেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কার্যক্রম বাংলাদেশের সকল অর্থনৈতিক খাতের জন্য সবচেয়ে কঠিন প্রতিবন্ধকতা।

> *“যারা এসএমইকে ক্ষমতায়ন করার জন্য নিযুক্ত তারা এসএমই দ্বারা নির্বাচিত হয় না”*

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আবদুল মজিদ বাংলাদেশে সর্বস্তরে দুর্নীতির ব্যাপকতা তুলে ধরেন। তিনি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের বিশেষায়িত ও জবাবদিহিমূলক সেবা প্রদানের জন্য একটি নতুন এসএমই মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি একটি নতুন এসএমই ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) মহাসচিব আলী ইমাম মজুমদার জাতি গঠনে এসএমই খাতের প্রসারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সাবেক মন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী এসএমইগুলোকে দুর্নীতি থেকে রক্ষায় আদালত ব্যবস্থার ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করেন। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, শুধু দুর্নীতির সমালোচনা করাই যথেষ্ট নয় এবং অবৈধ ব্যবসা ও অবৈধ রাজনীতির মধ্যে সংযোগ এসএমইর সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম অব বাংলাদেশের (আইবিএফবি) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী এসএমই খাতে বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্সের দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগের অভাবের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দুর্নীতি দমন কমিশনকে দুর্নীতির বিচারের বৃহত্তর সাংবিধানিক ক্ষমতা দেওয়ারও প্রস্তাব করেন।

এছাড়াও অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন,

রাজনীতিবিদ: আলহাজ্ব মিছবাহুর রহমান চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোট, অধ্যাপক আবদুল মান্নান, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

> *“শুধু দুর্নীতির সমালোচনা করাই যথেষ্ট নয় এবং অবৈধ ব্যবসা ও অবৈধ রাজনীতির মধ্যে সংযোগ এসএমইর সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে”*

ব্যবসায়ী নেতা এবং উদ্যোক্তা: আব্দুল হক, সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ রিকন্ডিশন্ড ভেহিকল ইমপোর্টার অ্যান্ড ডিলার অ্যাসোসিয়েশন (বারভিডা), মানতাশা আহমেদ, সভাপতি, অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্যাশন ডিজাইনার অব বাংলাদেশ (এএফডিবি) ও সভাপতি, (ডাবিউআইসিসিআই)-এর বাংলাদেশ-ভারত বিজনেস কাউন্সিল, মামুনুর রশীদ, সিনিয়র ভিপি, ম্যানেজার, ঢাকা ব্যাংক, তসলিমা মিজি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, লেদারিনা প্রাইভেট লিমিটেড, ডাঃ সরদার এ নাঈম, চেয়ারম্যান ও প্রধান সার্জন, জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল, জহিরুল হক ভূঁইয়া, মহাসচিব, বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডারফিন ট্রেড এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, নাসিরউদ্দিন এ ফেরদৌস, পরিচালক, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), আবিদা সুলতানা, মালিক, ব্রাইডাল ক্রিয়েশন

সাংবাদিক ও সম্পাদক: এম এম মুসা, সহযোগী সম্পাদক, ব্যবসায়িক দৈনিক বণিক বার্তা, নাঈমুল ইসলাম খান, সম্পাদক, দৈনিক আমাদের নতুন সময়।

শিক্ষাবিদ এবং সরকারী প্রতিনিধি: মাকসুদুল আলম, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পারভেজ করিম আব্বাসী, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়।

উপসংহার

এসএমই সেক্টরের সকল স্তর থেকে দুই বছর ধরে প্রকল্প জুড়ে সংগৃহীত ডেটা, তথ্য, অভিজ্ঞতা এবং মতামতগুলি একটি দ্ব্যর্থহীন প্রতিশ্রুতি এবং স্টেকহোল্ডারদের সর্বজনীন ঘোষণা এবং ক্ষতিকারক এবং দুর্বল দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের অটল অবস্থানের প্রয়োজনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করেছে। এসএমই উদ্যোক্তাদের প্রতিটি স্তরে থেকেই দুর্নীতির বিভিন্ন দিক মোকাবেলা করার, সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরা এবং সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করা জন্য এসএমই এর একটি জাতীয় নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে আসে। একটি সুস্পষ্ট ঐকমত্য ছিল যে, দুর্নীতির ব্যাপক উপস্থিতি শুধুমাত্র বেসরকারি খাত এবং সরকার উভয়ের ব্যাপক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিশ্চিত করা যেতে পারে। এই বার্তাগুলির উপর ভিত্তি করে, সিজিএস ২১ মার্চ ২০২৩ ঢাকায় স্টেকহোল্ডারদের জাতীয় বৈঠকের আয়োজন করে, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নলিখিত ঘোষণা গ্রহণ করবে।

যৌথ প্রস্তাবনা

কল টু অ্যাকশন এগেইনেস্ট করাপশন (সিএএসি) জাতীয় সম্মেলন

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) এবং বেসরকারি খাতের ব্যবসা পরিচালনা করতে বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি, স্বচ্ছতার অভাব ও আমলাতান্ত্রিক অবহেলাকে এসব প্রতিবন্ধকতার কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে উদ্যোক্তাদের লাইসেন্স প্রদানে সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতিমূলক আচরণ, শুল্ক ফাঁকির সিন্ডিকেট, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার বা সরকারী অফিস থেকে সুবিধা পাওয়ার জন্য ঘুষ প্রদান করা ইত্যাদি। নীতিনির্ধারক ও এসএমই মালিকদের মধ্যে যোগাযোগের ঘাটতি থাকায় বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগের সাথে বেসরকারি খাতের চাহিদার সামঞ্জস্য হয় না। কোভিড-১৯ মহামারির সময় যোগাযোগের ঘাটতির বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঐ সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজের ব্যবস্থা থাকলেও উদ্যোক্তারা সঠিক যোগাযোগের অভাবে তা ভালভাবে জানেন নি।

এ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় ও এ খাতের সম্ভাবনাকে উন্মোচন করার লক্ষ্যে সেন্টার ফর গভার্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজের (সিআইপিই) অংশীদারিত্বে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে "বাংলাদেশ: দুর্নীতির বিরুদ্ধে বেসরকারী খাতকে একত্রিত করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসনের দাবীকে সমর্থন করা" শীর্ষক একটি প্রকল্প চালু করেছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল দুর্নীতিমুক্ত ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি করতে বেসরকারি খাতের অংশীজন, বিশেষ করে এসএমই উদ্যোক্তা ও অর্থনীতি সংস্কারকদের চিহ্নিত করা এবং তাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করা। প্রকল্পটির লক্ষ্য ছিল তৃণমূল পর্যায়ে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা মূল্যায়ন করা, বেসরকারি খাতের এসএমইগুলো যে ধরণের চ্যালেঞ্জ ও বাধার মুখোমুখি হয় তা চিহ্নিত করা, বেসরকারি খাত ও অর্থনৈতিক সংস্কারকদের ক্ষমতায়ন করে অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন তৈরি করা, গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা এবং বেসরকারি খাত ও এসএমইগুলোর জন্য সরকারী সহায়তার প্রকৃতি ও সুযোগ মূল্যায়ন করা।

প্রথম অংশ:

বাস্তবিক প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতিতে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি ছড়িয়ে গেছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) ২০২২ অনুযায়ী সরকারী খাতের দুর্নীতির পরিলক্ষিত মাত্রা অনুসারে বাংলাদেশ দুর্নীতির সূচকে বিশ্বের ১৮০ টি দেশের মধ্যে ১৪৭ তম স্থানে রয়েছে এবং দেশটি দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। পাশাপাশি, দেশের দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলোর অবনতির প্রবণতা রয়েছে।

বিবেচনা করা হয় যে, দুর্নীতি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এসএমই) উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উল্লেখ্য যে, এসএমই খাত দেশের জিডিপির ৩১% অবদান রাখে, প্রায় ২.৫ কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে, মোট শিল্পভিত্তিক কর্মসংস্থানের সিংহভাগ যোগান দেয় এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে;

এটিও বিবেচনা করা হয় যে, সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে "জিরো টলারেন্স" নীতি গ্রহণ করেছে, দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং দুর্নীতি মোকাবেলায় তথ্যদাতার আইনগত নিরাপত্তা নিশ্চিতে হুইসেলব্লোয়ার সুরক্ষা আইন হিসেবে পরিচিত 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন' প্রণয়ন করেছে।

এটি স্বীকৃত যে, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস)- এর দুই বছরব্যাপী প্রকল্পের প্রাপ্ত ফলাফল থেকে জানা যায় যে, দেশের বেশিরভাগ এসএমই উদ্যোক্তারাই সরাসরি দুর্নীতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত। এ প্রকল্পে সিজিএস সারাদেশের এসএমই উদ্যোক্তাদের সাথে আলোচনা করেছে এবং তাদের উপলব্ধি ও অনুশীলনগুলো জরিপ করেছে, ট্রেড বডির নেতাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে এবং এসএমই খাতের বিশেষজ্ঞদের সাথে খাত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেছে।

এটিও স্বীকৃত যে, তৃণমূল পর্যায়ের আলোচনা থেকে জানা যায়, দেশে দুর্নীতির সবচেয়ে সাধারণ ধরণ হলো ঘুষ ও রাজনৈতিক প্রভাব। এর পাশাপাশি, ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়নের ক্ষেত্রে জটিল আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, প্রয়োজনীয় সেবা পেতে হয়রানি এবং সরকারি কর্মকর্তা ও সিন্ডিকেট সদস্যদের মধ্যে যোগসাজশ দেশে সঠিক উপায়ে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুতর বাধা সৃষ্টি করে।

গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এ প্রকল্পের ফলাফল থেকে জানা যায়, অনেক ছোট ও মাঝারি আকারের উদ্যোগের (এসএমই) অভ্যন্তরীণ সুশাসনের অভাব রয়েছে। অনেকেই কর ফাঁকি দিচ্ছে, ব্যবসায় টিকে থাকার কৌশল হিসেবে দুর্নীতিতে জড়িয়ে যাচ্ছে এবং ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। পাশাপাশি, নারী উদ্যোক্তারা বিভিন্ন পদক্ষেপে বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, প্রকল্পের ফলাফলে দেখা যায়, জাতীয় ও আঞ্চলিক ট্রেড বডি এবং এসএমই সহায়তা সংস্থাগুলোর দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রমের কার্যকরি ব্যবস্থার অভাব রয়েছে ;

উল্লেখ্য যে, এসএমই খাতের উদ্যোক্তা ও অন্যান্য বেসরকারি খাত সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, দুর্নীতি বিরোধী আইনের অভাব, দুর্নীতিবাজদের দায়মুক্তি ও নগদ লেনদেন দুর্নীতি বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

এটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ব্যাপক দুর্নীতি বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দুর্বল করে, আইনের শাসনকে ক্ষুন্ন করে, অর্থনৈতিক খাতে অন্তর্ভুক্তি সীমিত করে, গণতান্ত্রিক সমাজের মূল ভিত্তি বিনষ্ট করে এবং সমগ্র জাতির অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে।

মনে রাখতে হবে যে, বদ্ধমূল এ সমস্যার সমাধান করতে পারে এমন কোনো একক বা দ্রুত সমাধান নেই। এসএমই খাত দেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনশীল একটি খাত। এ খাত থেকে দুর্নীতি নির্মুলে বেসরকারি খাতের সকল অংশীজন, সুশীল সমাজ ও সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

নিশ্চিতভাবে বলা যায়, উদ্যোক্তা ও এসএমই খাতের অংশিজনরা একটি পেশাদার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন। এসএমই খাতের অংশিজনদের পাশাপাশি সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এ প্ল্যাটফর্ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সমন্বিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

আহ্বান জানাই, সকল পর্যায়ের সকল প্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের অটল প্রতিশ্রুতি পুনর্নিশ্চিত করার জন্য এবং এসএমই খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান।

২০২৩ এর ২১ শে মার্চ ঘোষণাটি 'কল টু অ্যাকশন এগেইনেস্ট করাপশন' হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশঃ

এসএমই খাতের অংশিজনদের জাতীয় শীর্ষ সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়,

বেসরকারি ও এসএমই খাতের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার এবং সব ধরনের দুর্নীতি প্রতিরোধে আজ থেকে একটি দ্ব্যর্থহীন প্রতিশ্রুতি নেয়ার সময় এসেছে। এক্ষেত্রে কার্যক্রমগুলো হবে -

- সকল প্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা; দুর্নীতি বিরোধী প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করে এমন সকল সমস্যা ও কারণগুলোর সমাধান করা; দুর্নীতিমূলক কর্মকান্ডের সহযোগী ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় রাখা; দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর জন্য সমমনাদের সম্পৃক্ত করতে হবে।
- দুর্নীতি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এমন সকল খাতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- বিদ্যমান যেসব আইন ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করে এবং খাত সংশ্লিষ্ট নৈতিক আচরণের প্রচারের সুযোগকে বাধা দেয়, সেসব আইনের সংস্কার করতে হবে।
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ও দুর্নীতি বিষয়ক অভিযোগ দায়ের করার ব্যবস্থাকে কার্যকরি করে তোলার জন্য দুর্নীতিবাজদের শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা নিতে এবং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য দুর্নীতিমূলক আচরণ প্রতিরোধ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশিজনদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে বেসরকারি খাতকে একক সত্তা হিসেবে কাজ করতে হবে।

তৃতীয় অংশ:

কনফারেন্সটি বাংলাদেশে একটি দুর্নীতিমুক্ত ব্যবসায়িক পরিবেশ বাস্তবায়নের জন্য এসএমই খাতের বিভিন্ন অংশিজনদের কাছে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো তুলে ধরে:

সরকারের প্রতি

- একটি প্রশাসনিক শাখা প্রতিষ্ঠা করুন এবং নাগরিকদের অধিকার, দুর্নীতিবিরোধী আইন এবং নৈতিক মান সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে গণমাধ্যমে প্রচারাভিযান পরিচালনা করুন। সব ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক সব প্রক্রিয়া ব্যবহার করুন। নৈতিক মান স্থাপনের জন্য শিক্ষাগত উপাদানগুলি প্রবর্তন করুন এবং দৃশ্যমান নয় এমন ধরনের দুর্নীতি এবং তা মোকাবেলার উপায় সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করার জন্য বড় আকারের প্রচারাভিযান পরিচালনা করুন।
- সরকারী সংস্থাগুলির মধ্যে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করুন এবং প্রতি ছয় মাস অন্তর তাদের জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে হবে। অভিযোগ দায়ের করা সমস্ত দুর্নীতির মামলার তদন্ত করুন, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করুন এবং অনুসন্ধান পরিচালনার জন্য এবং দুদকের কাছে অভিযোগ পাঠানোর জন্য প্রতিটি সংস্থার মধ্যে একটি পৃথক শাখাকে ক্ষমতায়ন করুন। প্রতিটি সরকারি অফিসে স্বতন্ত্র ন্যায়পাল নিয়োগ করুন যাতে আইনগুলি পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ করা যায় এবং দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের তাদের সামাজিক বা রাজনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দায়মুক্তির সংস্কৃতিকে মোকাবেলা করা।
- নাগরিকদের ভয় ছাড়াই দুর্নীতির অভিযোগ করার জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করুন, দুদককে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দিন এবং ৯০ দিনের মধ্যে জনসাধারণের তথ্য পেতে এবং গৃহীত পদক্ষেপগুলি জানাতে দুদকের অভ্যন্তরে একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করুন। জনস্বার্থে তথ্য প্রকাশ আইন (সুরক্ষা প্রদান), ২০১১ (জনপ্রিয়ভাবে হুইসেলব্লোয়ার সুরক্ষা আইন হিসাবে পরিচিত) এর অধীনে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতের অভিযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন এবং এসএমইগুলিকে সুরক্ষিত করুন। আইন ও অভিযোগ প্রক্রিয়া সংস্কার করুন এবং আইন বাস্তবায়ন করুন, দুদককে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করুন এবং সরকারি খাতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করুন।
- অনুমোদন প্রক্রিয়া ও নথিপত্রের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও দীর্ঘসূত্রিতা (পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট) হ্রাসের মাধ্যমে লাইসেন্স ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্তি ও নবায়নের প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে। ট্রেড লাইসেন্সের জন্য একটি ওয়ান-স্টপ সলিউশন তৈরি করুন এবং বেআইনি যোগসাজশ বা চাঁদাবাজি রোধ করতে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার ব্যবহার বাড়ান।
- ছোট প্রতিষ্ঠানের সমুহকে আইন শিথিলের মাধ্যমে প্রণোদনা প্রদান করুন এবং এসএমই-এর জন্য যথাযথ সহায়তা ব্যবস্থা এবং প্রণোদনাসহ একটি শক্তিশালী এসএমই নীতি তৈরি করুন। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতের সমস্যা সমাধানের জন্য ভ্যাট এবং আয়কর নীতির সংস্কার করুন।

বেসরকারি খাতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতি

- জনসাধারণের সাথে কাজ করার সময় দুর্নীতি সনাক্ত এবং মোকাবেলার জন্য অভ্যন্তরীণ অভিযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করুন। একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থা তৈরি করুন যার মাধ্যমে জনগণকে উদ্বেগ মোকাবেলা জন্য গৃহীত পদক্ষেপ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে অবহিত করার হবে। আচরণবিধি এবং নৈতিকতার জন্য কার্যকর জবাবদিহিমূলক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করুন এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতে দুর্নীতির অভিযোগ করার জন্য সচেতনতামূলক প্রচারণার ব্যবস্থা করুন।
- ব্যবসায় সততাকে অগ্রসর করতে এবং দুর্নীতির সমস্যা সমাধানের জন্য একটি বেসরকারি খাতের জোট গঠন করুন। বিভিন্ন খাতের নির্দিষ্ট উদ্বেগগুলিকে চিহ্নিত করে স্বাধীন প্ল্যাটফর্ম এবং যোগাযোগ তৈরী করুন। সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি মেনে চলা প্রতিষ্ঠানসমুহের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করুন এবং দুর্নীতির শিকার ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতকে সহায়তা করুন।
- চেম্বার এবং অ্যাসোসিয়েশনগুলোর দুর্নীতি বিরোধী প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করুন, সরকারকে জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসুন এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করুন। অভ্যন্তরীণ সুশাসন ব্যবস্থার বিকাশ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের মধ্যে তার চর্চা নিশ্চিত করুন।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি

- সরকারি ও বেসরকারি খাতে দুর্নীতি বিষয়ক বিদ্যমান আইন কানুন এবং দুর্নীতির অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি বিষয়ে প্রচারাভিযান পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
- বিদ্যমান আইনের অধীনে দুর্নীতি বিরোধী অধিকারগুলো সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সরকারের প্রচেষ্টাকে পরিপূর্ণ করতে হবে। এই লক্ষ্যে প্রতিটি মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার প্রচেষ্টাকে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য জোর দিতে হবে।
- দুর্নীতি সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনের অপ্রতুলতা চিহ্নিত করতে সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে। বিদ্যমান আইনের পর্যালোচনা করে এর দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধন, নতুন আইন এবং প্রক্রিয়াগুলোর সুপারিশ করেতে হবে।
- সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রে দুর্নীতির ধরন ও উপায় সংগ্রহ করে এগুলোকে নথিভুক্ত করতে হবে এবং জনসাধারণকে অবহিত করতে হবে। প্রচারাভিযান ও গণমাধ্যমে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে পরিস্থিতির প্রতিকার উপস্থাপন করতে হবে।

বাণিজ্য সংস্থার প্রতি

- এসএমই সেক্টরের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা ও কর্মসূচি নেয়া প্রয়োজন এবং একটি সহায়ক ও সুন্দর পরিবেশ তৈরির জন্য নির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়া প্রণয়ন করা যেতে পারে।
- শাসন ব্যবস্থা, দুর্নীতি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিনির্ধারণ সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ ও পদক্ষেপের জন্য একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে।
- এসএমই সেক্টরসহ বিভিন্ন সেক্টরে কঠোর নৈতিক কাঠামো (কোড অফ ইথিক্স) প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে এবং এই কোড মেনে চলাকে উৎসাহিত করতে হবে।

সেবা প্রদানকারীদের জন্য:

- এসএমই-এর চাহিদা পূরণের জন্য কার্যকর আলোচনা, মতামত এবং প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্টার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের চাহিদা বোঝার জন্য কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।
- কোনও বাধা ছাড়াই যথাযথ পরিষেবা প্রদান নিশ্চিত করার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতে আস্থাহীনতার সংস্কৃতি পরিবর্তন করতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতের সাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতি স্থাপন করুন।

চতুর্থ অংশ:

এসএমই খাত সংশ্লিষ্ট দুই বছর ব্যাপী এ প্রকল্পে সিজিএস এসএমই খাতের যেসব তথ্য, উপাত্ত ও প্রমানাদি সংগ্রহ করেছে তা থেকে স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, প্রকৃত ইতিবাচক পরিবর্তন আনার একমাত্র উপায় হল সকল অংশিজনদেরকে অটল প্রতিশ্রুতি নিয়ে একসাথে কাজ করা। যেহেতু পদ্ধতিগত দুর্নীতি মোকাবেলায় এসএমই খাতের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত কোনো ট্রেড বডি, সিএসও বা পাবলিক ফোরাম নেই, তাই এ খাতের জন্য অবশ্যই একটি জাতীয় এসএমই নেটওয়ার্ক ও এসএমইগুলোর একটি স্বাধীন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে এসএমইগুলো স্বাধীনভাবে ও সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারবে।

Centre for
Governance Studies

45/1 New Eskaton (2nd Floor), Dhaka 1000, Bangladesh
Phone: +880258310217, +880248317902, +8802222223109
Email: ed@cgs-bd.com
Website: www.cgs-bd.com